দৈনিক সংবাদ
তারিখ ... 20 SEP 1998 ...
পৃঃ 7 কলাম 2

সূর্যসেন হলে ব্যবসায়ীকে আটকে রেখে মুক্তিপণ আদায়ের চেষ্টা ছাত্রলীগ ক্যাডারসহ আটক ২

বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সূর্যসেন হলে এক ব্যবসায়ীকে আটক করে ফিল্মি কায়দায় মুক্তিপণ আদায় করতে গিয়ে ছাত্রলীগের এক ক্যাডারসহ দু'ব্যক্তি হাতেনাতে ধরা পড়েছে। পুলিশ ব্যবসায়ী হারুন-অর-রশীদকে শাহবাগ জাতীয় জাদুঘরের সামনে থেকে উদ্ধার করেছে। তাকে গত বৃহস্পতিবার নগরীর মধুবাগ এলাকা হতে অপহরণ করা হয়েছিল।

ঘটনার নায়ক ওই ছাত্রলীগ নেতার নাম মোঃ মহসিন। সে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে মাস্টার্সের ছাত্র। সূর্যসেন হলের ১৭৪ নং রুমে সে অবৈধভাবে থাকত। হলের ছাত্ররা জানায়, সে ছাত্রলীগের একটি সশস্ত্র গ্রুপের নেতা। ক্যাম্পাসে সে 'মেব্যাইল মহসিন' নামে পরিচিত। পুলিশ জানায়, সে আদম ব্যবসার সাথে জড়িত।

পুলিশ জানায়, ব্যবসায়ী হারুন-অর-রশীদকে গত বৃহস্পতিবার বিকেলে মধুবাগ বনি হোটেলের সামনে থেকে অপহরণ করা হয়। গতকাল শনিবার সকাল পর্যন্ত তাকে সূর্যসেন হলের নিচতলার একটি রুমে আটকে রাখা হয়। এ সময় তাকে ভয়ভীতি দেখিয়ে বেশ কয়েকটি স্ট্যাম্পে সই করানো হয়। দুর্বৃত্তরা ওই ব্যবসায়ীকে দিয়ে তার স্ত্রীর কাছে একটি চিঠিও লেখায়।

ওই চিঠি নিয়ে গত বৃহস্পতিবার রাত ৮টার দিকে এক যুবক তার বাসায় যায় এবং তার স্ত্রী মাজেদা বেগমের সাথে দেখা করে চিঠি দেয়। চিঠিতে দেড় লাখ টাকা নিয়ে সূর্যসেন হলের গেটে যেতে বলা হয়। যোগাযোগের জন্য একটি মোবাইল নাম্বারও দেয়া হয় (০১৭৫৬১৩৪৬) গত শুক্রবার মাজেদা বেগম ওই মোবাইলে যোগাযোগ করলে 'মোবাইল মহসিন' তাকে শনিবার সকাল ১০টার দিকে শাহবাগ জাতীয় জাদুঘরের সামনে দেড় লাখ টাকাসহ উপস্থিত থাকতে বলে। টাকা পেলে তার স্বামী হারুন-অর-রশীদকে তাদের হাতে তুলে দেয়া হবে বলেও জানায়।

এরপরে মাজেদা বেগম রমনা থানা পুলিশকে এ ঘটনা জানালে সাদা পোশাকধারী পুলিশ জাদুঘরের সামনে অবস্থান নেয়। মাজেদা বেগম তার দু আত্মীয়সহ সকাল ১০টার দিকে জাদুঘরের সামনে অবস্থান নেন; সকাল সাড়ে

আটক ঃ পৃঃ ৭ কঃ ৬

আটক ঃ ছাত্রলীগ ক্যাডার

(১ম পৃষ্ঠার পর)

১১টার দিকে একটি অটোরিকশায় 'মোবাইল মহসিন' ও তার সহযোগীরা ব্যবসায়ী হারুন-অর-রশীদকে নিয়ে জাদুঘরের সামনে আসে। এসময় মাজেদা বেগম ব্যাগভর্তি টাকা দেয়ার ভান করে অটোরিকশার দিকে এগিয়ে গেলে ওঁৎ পেতে থাকা পুলিশও তার সাথে যায়। পুলিশ 'মোবাইল মহসিন' ও তার সহযোগী ফারুক হোসেনকে হাতেনাতে গ্রেফতার করে। অন্য দু'জন দৌড়ে পালিয়ে যায়।

পুলিশ হারুন-অর-রশীদকে উদ্ধার করে এবং একটি মোবাইল ও অটোরিকশাটি আটক করে। এ ব্যাপারে রমনা থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

হলের ছাত্ররা জানায়, ক্যাম্পাসে 'মোবাইল মহসিন' গত দেড় মাস আগে ফাও খাবার না দেয়ায় হলের মেস ম্যানেজারকে মারধর করে। এজন্য হলের ছাত্ররাও তার উপরে ক্ষুব্ধ। ছাত্ররা জানায়, এই হলে অপহরণকারী একটি গ্রুপ রয়েছে।

AND STATISTICS
3. SYSTEM
SHEET — OF — SHEETS